গণশিক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রম যশোরে কি ব্যর্থ হবে

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

ঝিকরগাছা (যশোর), ২৯শে জুলাই।—গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে যশোর জেলায় গণশিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, গ্রাম সরকার প্রধান ও সদস্যবর্গ এই কাজে যথাযথ সহযোগিতা করছেন না। ফলে গণশিক্ষা কার্যক্রম মূলত ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

১৯৮০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। যশোরে সার্বিকভাবে কাজ আরম্ভ হয় মার্চ মাসে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ সময় যশোরের অক্ষরজ্ঞানহীন নারী পুরুষের সংখ্যা ছিল (১১ থেকে ৪৫ বছর) ১১ লাখ ৩৬ হাজার ৭শ ৮৩ জন।

ঐ বছর জেলার ৪ হাজার ৩টি গ্রামের মধ্যে ৩ হাজার ৩শ ৭৬টি গ্রামে গণশিক্ষার কাজ শুরু হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ১১ হাজার ৬শ ৫৬ জন। শিক্ষা স্কোয়াড গঠিত হয় ১১ হাজার ৩শ ১২টি। ২শ ১৯টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গণশিক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করে।

ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অক্ষরজ্ঞান লাভ করে ২ লাখ ১ হাজার ১শ ৫১ জন নারী-পুরুষ। গড়ে প্রতিমাসে অক্ষরজ্ঞান লাভকারীদের সংখ্যা ছিল ২৩ হাজারের উপরে।

পক্ষান্তরে চলতি সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত অক্ষরজ্ঞান লাভ করেছে ৩৬ হাজার ৭শ ৫১ জন। গড়ে মাত্র ৬ হাজার জন প্রতিমাসে অক্ষরজ্ঞান লাভ করেছে। এ সময় নতুন কোন গ্রামে গণশিক্ষার কাজ আরম্ভ হয়নি। গঠিত হয়নি কোন নতুন শিক্ষা স্কোয়াড। শিক্ষক প্রশিক্ষণের সংখ্যা মাত্র ১ হাজার ১শ ৪ জন। ২০টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এ সময় গণশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।

সংশ্লিষ্ট দফতর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত ২ লাখ ৪২ হাজার ৩শ ১৫ জন অক্ষরজ্ঞান লাভ করেছে। নিরক্ষরতামুক্ত হয়েছে। সদরের ১০টি, ঝিনেদার ২টি, মাগুরার ৫৪টি এবং নড়াইলের ১২টি, মোট ৭৭টি গ্রাম। বর্তমানে অক্ষরজ্ঞান লাভ করছেন আরও ২ লাখ ৪২ হাজার নারী-পুরুষ।

গণশিক্ষার জন্যে এ পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়েছে সোয়া ৪ লাখ বই। ৩ লাখ ৭৬ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে পেন্সিল, কেরোসিন কেনা ও অন্যান্য খরচের জন্যে। সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা)। কিন্তু খাতাপত্রে গণশিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি থাকলেও বাস্তবে নেই। ইউনিয়ন পরিষদ ও থানা-সমূহ থেকে যেসব তথ্য আসে তা অতিরঞ্জিত। নিরক্ষরতা মুক্ত বলে যেসব গ্রামকে দাবী করা হচ্ছে সেখানেও নিরক্ষরদের সংখ্যা কম না।

এমন বহু ইউনিয়ন আছে, যেখানে গণশিক্ষার কাজ শুরুই হয়নি। শারশা থানার ডিহি এমনি একটি ইউনিয়ন।

গণশিক্ষা কার্যক্রম সফল করার জন্যে অধিকাংশ চেয়ারম্যান ও গ্রাম সরকার প্রধানেরা কিছুই করেন না। কর্মকর্তাদের ভাষায় তারা কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর গম আত্মসাত ও দলাদলি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এখানে শিক্ষা বিভাগের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। কিছু উৎসাহী শিক্ষিত বেকার যুবক ও শিক্ষকেরা অবশ্য কাজ করে যাচ্ছেন। সংসদ সদস্যগণও উৎসাহ দেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) সকাল থেকে রাত অবধি গ্রামে গ্রামে যান।

কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ নিরক্ষর মানুষ গরীব। সারা দিন হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর রাতে অক্ষরজ্ঞান লাভের উৎসাহ তাদের হারিয়ে যায়।